দৈনিক ইত্তেফাক

APR 07 2002

শিহাবকে অপহরণের দায়িত্ব ছিল লিটনের

আবুল খায়ের ॥ মতিঝিল কলোনীর মডেল হাইস্কুল এন্ড কলেজের সপ্তম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্র শিহাব আহমদ ওরফে শিহাব হত্যাকান্ডে গ্রেফতারকৃত লিটন, সাঈদ, রাসেল ও ফজলুল হকের ৭ দিনের রিমান্ডের ৪র্থ দিনে গতকাল মামলার আইও ডিবি ইন্সপেক্টর নজরুল ইসলাম সকাল-সন্ধ্যা আসামীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এদিকে পলাতক রাজু, সবুজ, রুবেল ও নাসিমকে

গ্রেফতারের জন্য গতকাল ডিবির একটি টিম রাজধানী ও আশেপাশের কয়েকস্থানে তল্লাশী চালিয়ে ব্যর্থ হয়। জিজ্ঞাসাবাদে ডিবির কর্মকর্তারা নিশ্চিত হন যে, গ্রেফতারকৃত লিটন শিহাবকে হত্যা করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

শিহাবকে অপহরণের

(প্রথম পৃঃ পর)

থেকে লাশ ৯ টুকরা করে গুম করা পর্যন্ত মুখ্য ভূমিকা পালন করে। জিজ্ঞাসাবাদে সাঈদ ও রাসেল জানায়, শিহাবকে হত্যাকান্ডের দেড় মাস পূর্বে মধ্য বাসাবো এলাকায় আলাপ চলাকালে লিটন বড় লোক হওয়ার বাসনা চরিতার্থ করতে বিত্তশালী লোকের ছেলে অপহরণের প্রস্তাব দেয়। লিটনের এ প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজু জানায়, তার জানা মতে বড় লোকের একটি ছেলে আছে। অপহরণের জন্য শিহাবকে সে নির্বাচন করে। শিহাবকে অপহরণ করলে ১৫/২০ লাখ টাকা মুক্তিপণ আদায় করা সম্ভব বলে রাজু তাদেরকে জানায়। এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে লিটনকে শিহাবের সঙ্গে পরিচয় করে দেয়ার জন্য রাজুকে বলে। রাজু ও লিটনের মধ্যে গোপনে আলোচনা হয় যে, রাজুকে শিহাব চেনে এবং তাকে অপহরণ করে এনেই মেরে ফেলতে হবে। তাকে কিভাবে অপহরণ করা যায় এবং শিহাব কি পছন্দ করে সে পরিকল্পনা করে লিটন। লিটনের এ বক্তব্যে রাজু জানায়, শিহাবের সবচেয়ে বেশী পছন্দ সাইকেল চালানো। উল্লেখ্য, এ সাইকেলের লোভ দেখিয়েই শিহাবকে হত্যা করা হয়। তবে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা রাজুর এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান ভূমিকা ছিল লিটনের বলে আসামীরা পুলিশকে জানায়। শিহাব হত্যা মামলার সার্বিক তদারকি কর্মকর্তা এডিসি (ডিবি) রুহুল আমিন জানান, শিহাব হত্যাকান্ডের মোটিভ উদঘাটিত হয়েছে এবং সকল আলামত উদ্ধার করা হয়। এখন শুধু পলাতকদের গ্রেফতার করা বাকী। পলাতকদের গ্রেফতারের জন্য ডিবির যে টিমটি ঢাকার বাইরে ছিল তারা গতকাল ঢাকায় ফিরেছে।